দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 AUG 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

শিক্ষাই পারে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদ বানাতে

সাদিকুর সাত্তার আকন্দ

অধিক জনসংখ্যা কোনো দেশের জন্যই সুখকর নয়। হোক সেটি অনুন্নত, উন্নয়নশীল কিংবা উন্নত দেশ। উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে অধিক জনসংখ্যা দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ স্বল্প বা সংক্ষিপ্ত সময়ে জনসংখ্যার নৈতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান হয় না উন্নত দেশগুলোতে। কারণ উন্নত দেশগুলোর রয়েছে পরিবেশ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উন্নতি। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদ কি দীর্ঘমেয়াদ যে কোনোভাবেই অধিক জনসংখ্যা নৈতিবাচক প্রভাব ফেলে। পৃথিবীবাসী অধিক জনসংখ্যার ভারকে নেতিবাচক বা উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা হিসেবেই দেখে আসছে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি। যুগ যুগ ধরে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক উপায় ও পথ গ্রহণ করেছে পৃথিবীর উন্নত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। জনসংখ্যা যেন অপ্রতিরোধ্য গতিতেই বাড়ছে। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি কেন বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক, এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গবেষণায় লিপ্ত হয়েছেন অনেক জ্ঞান সাধক ও জনসংখ্যাবিদরা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে নৈতিবাচক দিকটি সহসায় সবার চোখে ধরা পড়ে সেটি হচ্ছে অধিক জনসংখ্যার কারণে জীবনযাপনের ধরন নিম্নমানের হয়। অর্থাৎ, অধিক জনসংখ্যায় স্বল্প আয় ও কম খাদ্যের দ্বারা অনেক মানুষের জীবন নির্বাহ করতে হয়। এই সাধারণ চিন্তার বিষয়টিকেই অসাধারণ ভাবে মানুষের সামনে প্রথম উদ্ভাবন ও উপস্থাপন করেন টমাস ম্যালথাস, যিনি ছিলেন ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার গবেষণার ফলাফল হিসেবে তিনি বলেন- খাদ্য বা উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক গতিতে আর জনসংখ্যা বা মানুষ বাড়ে জ্যামিতিক গতিতে। ম্যালথাস তাঁর এই থিওরিকে 'জনসংখ্যা তত্ত্ব' হিসেবে অভিহিত করেছেন। বর্তমান পৃথিবীতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত এ ধারণাটি ম্যালথাসের 'জনসংখ্যা তত্ত্ব' হিসেবেই পরিচিত। ম্যালথাসের থিওরি থেকে বুঝা যায়, অধিক জনসংখ্যা যে কোনো দেশের উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

জনসংখ্যা একটি দেশের উন্নতির পথে কোনো বাধা নয়, এমন

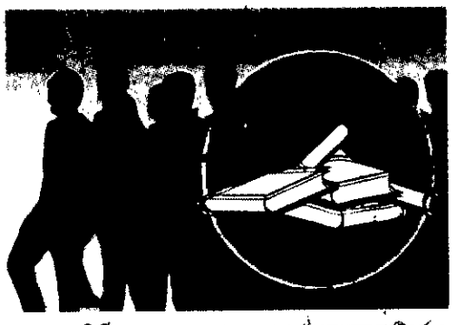

ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বা ম্যালথাসের ধারণাকে ত্রুটিপূর্ণ ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অকার্যকরও বটে; এমনটা প্রমাণ করতে হলে প্রয়োজন আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি আরও দ্রুততর করা। জনসংখ্যার সাথে আয় ও উৎপাদন যদি সমান্তরালভাবে এগোয় তাহলে অধিক জনসংখ্যা কোনো সমস্যা থাকবে না। কারণ ম্যালথাসের মতে, জ্যামিতিক গতির বৃদ্ধি হচ্ছে এক, দুই, চার, আট এরূপ। আর গাণিতিক গতির বৃদ্ধি হচ্ছে- এক, দুই, তিন, চার, এরূপ। সুতরাং দুই ধরনের বৃদ্ধির যে পার্থক্য, সেটিই জনসংখ্যাকে বোঝা হিসেবে দাঁড় করায়। যে কোনো উপায়ে যদি আয় ও উৎপাদন জ্যামিতিক গতিতে বাড়ানো যায় তবে জনসংখ্যা ও উৎপাদনের মধ্যে কোনো তফাৎ থাকবে না। সে জন্য জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হবে। কোনো ব্যক্তির যখন স্বশিক্ষা থাকে তখন বুঝতে হবে তার কোনো না কোনো কাজে দক্ষতা রয়েছে। অর্থাৎ সে একজন দক্ষ জনসম্পদ। এ জনসম্পদকে যদি মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হয় তাহলে মুখ্য যে বিষয়টি দরকার তা হলো শিক্ষা। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক সুশিক্ষা ও স্বশিক্ষার সমন্বয়ে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদ বানানো সম্ভব। শিক্ষাকে যদি যে কোনো ধরনের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত যৌক্তিক ও যুগোপযোগী চিন্তা হবে। কারণ আগামীদিনের বিশ্ব চিন্তা ও সৃজনশীলতার বিশ্ব। আর সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষা অতীব প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের যদি তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কোনো না কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করানো যায় তবেই সেটা মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য বীজ বপন করার সামিল একটি কাজ হবে। কোনো শিক্ষার্থী যদি সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করতে না পারে তাহলে সে যে স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণ করেছে সেই যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে ঢোকার সুযোগ থাকতে হবে। এতে বেকার সমস্যা কমবে। কম হলেও দেশে কিছু উপার্জনক্ষম লোক বাড়বে। তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। অর্থনীতির গতি বেগবান হবে। সর্বোপরি, আয় ও উৎপাদন বাড়বে। এতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও খাদ্য উৎপাদনের হার এর মধ্যকার দূরত্ব কমবে, যেহেতু শিক্ষার উন্নয়নে জনসংখ্যা মানব সম্পদে রূপ নেবে।

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি অবলোকন করে বিশেষজ্ঞমহল অনেক আগেই অনুমান করেছেন ২০২৫ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০ কোটিতে পৌঁছাতে পারে। বাংলাদেশের জন্য জনসংখ্যার এই অনুমেয় পরিমাণ কোনো ভয়ের কারণ নয়। কারণ বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষ বয়সে তরুণ। সাধারণ ও কর্মমুখি শিক্ষার মাধ্যমে তরুণদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কাজে নিয়োগ করা গেলে জনসংখ্যাই হবে বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ। জনসংখ্যা সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করতে অর্থাৎ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাকেই মূল প্যানাসিয়া বা নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

● লেখক: শিক্ষার্থী, এমবিএ প্রোগ্রাম, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়